তারিখ 22 APR 1987
পৃষ্ঠা ... h ... কলাম l ...

চিঠিপত্র
(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

## বয়ঃসীমা বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই, তবে---

ইদানীং পত্রিকার পাতায় প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রথম চাকরিতে যোগদানের জন্য নির্ধারিত যে সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা সরকারী কিংবা অন্যান্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান মেনে চলছেন তা বাড়ানোর দাবীতে অনেকেই সোচ্চার। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্রের পুরোপুরি সদিচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে শিক্ষাকোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে তাদের দাবীর ন্যায্যতা সহানুভূতিশীল বিচার-বিশ্লেষণের দাবী রাখে। যথাযথ যুক্তি প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে বয়ঃসীমা বাড়াতে যেমন সরকারী সমস্যা আছে, আবার না বাড়ালে হাজার হাজার হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত যুবককে বেকারত্বে ঠেলে দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সার্বিক বিষয়সমূহ অস্থিতিশীল হয়ে ওঠার কারণ সৃষ্টি হয়। এরূপ উভয়বিধ সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করতঃ সুষ্ঠু সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে সম্ভাব্য অন্যান্য উপায়ের সাথে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করছি।

ধরা যাক, একজন ছাত্র নবম শ্রেণীতে ১৯৭৩ সালে বয়স উল্লেখপূর্বক শিক্ষা বোর্ডে নাম রেজিষ্ট্রি করালেন। ছেলেটি যদি স্বেচ্ছায় পড়াশুনায় বিরতি না দেন কিংবা কোন শিক্ষা কোর্সে অকৃতকার্য না হন তাহলে তার ১৯৭৫-এ এস এস সি-১৯৭৭-এ এইচ এসসি, ১৯৭৯ এ স্নাতক এবং ১৯৮১তে মাষ্টার ডিগ্রী আর্টস কোর্স সমাপ্ত হওয়ার কথা (এরূপ যে কোন শিক্ষা কোর্সের জন্য নির্ধারিত সময়ে তিনি শিক্ষাকোর্স সমাপ্ত করবেন)। হয়তো দেখা গেল নিতান্তই কর্তৃপক্ষের অসুবিধার কারণে উক্ত ১৯৭৯-এর স্নাতক শ্রেণীর পরীক্ষা ১৯৮১তে এবং ১৯৮১-এর মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষা ১৯৮৫তে অনুষ্ঠিত হল অর্থাৎ মোট চার বছর পিছিয়ে গেল। ছেলেটি যেহেতু কোন কোর্সে অকৃতকার্য হননি কিংবা স্বেচ্ছায় বিরতি দেননি সুতরাং তার সার্টিফিকেটসমূহ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তিনি-১৯৭৯-এ স্নাতক এবং ১৯৮১-এর মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এমনটিই লেখা আছে। অবশ্য পিছিয়ে যাওয়া পরীক্ষা প্রকৃত কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা তার কাগজপত্রে পাওয়া যাবে। মজার ব্যাপার হল যদিও কর্তৃপক্ষের কারণে ছেলেটি তার নির্ধারিত শিক্ষাকোর্স সমাপ্ত করতে অতিরিক্ত চার বছর ব্যয় করতে বাধ্য হলেন তবুও কর্তৃপক্ষ কৌশলে তার দায়ভার উক্ত ছাত্রের ঘাড়ে চাপালেন। কেননা, চাকরিতে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত ছাত্রের বয়স গণনার সময় তার সর্বমোট প্রকৃত বয়সই হিসাব করছেন। এমনকি উক্ত ছাত্রটি যদি ১৯৮১ সালের মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষা যা ১৯৮৫তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রমাণসহ রেজাল্ট প্রকাশিত হ'বার পরদিনই নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে হাজির হন তবুও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তার পর্যায় ক্রমিক সার্টিফিকেট সমূহে কোন বছরে বিরতি না দেখলেও সর্বমোট প্রকৃত বয়স হিসাব করে তাকে বয়সোচিত কারণে অযোগ্য ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছেন সরকারী নীতিমালার কারণে। সুতরাং এরূপ সমস্যা সমাধানের জন্য চাকরির বয়সসীমা না বাড়িয়েও নিম্নোক্ত প্রস্তাবিত বয়সগণনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য পদক্ষেপ সমূহের এক বা একাধিক বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

(১) নাম রেজিষ্ট্রেশনের পর স্বেচ্ছায় বিরতি কিংবা অকৃতকার্য না হলে তার বয়স গণনায় শুধুমাত্র শিক্ষাকোর্সের নির্ধারিত সময়সীমাকেই গণনা করতে হবে।

(২) কর্তৃপক্ষের কারণে যে বছরগুলো নষ্ট হবে তা তার বয়স গণনায় ধরা যাবে না।

(৩) সরকারী ঘোষণায় চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ রাখা হলে 'স্থগিত সময়কাল' বয়স গণনা থেকে বাদ দিতে হবে।

(৪) ফলাফল ঘোষিত হ'বার পর থেকে যতদিন চাকরিক্ষেত্রে নিয়োজিত না হন, সে সময়টাকে বয়স গণনায় ধরা যাবে।

(৫) স্বেচ্ছায় কোন বছর পড়াশুনায় বিরত থাকলে কিংবা কোন কোর্সে অকৃতকার্য হলে সে বছরগুলো বয়স গণনার গন্য করা যাবে।

(৬) পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হবার পর পরই প্রত্যেকেই সরকারের জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোতে নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে। সরকারই যোগ্যতা মাফিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন। নাম তালিকাভুক্তির সময় তার বয়স নির্ধারিত বয়ঃসীমার মধ্যে থাকলে পরবর্তীতে বয়ঃসীমার মধ্যে তিনি কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত না হলেও তাকে বয়সাধিক্যের কারণে নিয়োগের অযোগ্য হিসাবে ঘোষণা করা যাবে না বরং সরকারের বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনার ব্যর্থতা বলে গন্য করতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রটির জন্য এতদিন চাকরি না পাওয়ার জ্বালা এবং পরিশেষে শুধুমাত্র বয়স বৃদ্ধির কারণে যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরিতে নিয়োগের অযোগ্য হওয়া যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' পড়ার সামিল এবং তা নিতান্তই সরকারের দুর্বল পরিকল্পনা এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক দুর্বলতার দায়ভার অযৌক্তিকভাবে অসহায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোর মত। অবশ্য নির্ধারিত বয়সের মধ্যে কর্মসংস্থানের জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক কৃষি, ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ যেকোন নিয়োগ মেনে নিতে সবাইকে বাধ্য থাকতে হবে।

উপরোক্ত মতামতের আলোকে বিশেষজ্ঞীয় সহায়তায় সমাধানের জন্য বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনতে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রকৌশলী এস, আর দেবনাথ
সি,ই,আর,এল,-পি,ডি,বি,
টঙ্গী, ঢাকা।

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র ঢাকা